أحاديث نبوية

গল্পে গল্পে হাদীস শিখি

প্রফেসর ড. এম. ইয়াসার কানদেমীর

ভাষান্তরে

মাও. মিজানুর রহমান ফকির

সম্পাদনায়

আবদুল্লাহ মজুমদার

গল্পে গল্পে হাদীস শিখি

মূল: প্রফেসর ড. এম. ইয়াসার কানদেমীর

অনুবাদক: মাও. মিজানুর রহমান ফকির

সম্পাদনায়: আব্দুল্লাহ মজুমদার

প্রকাশনায়:
কাশফুল প্রকাশনী
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন +৮৮ ০১৭৩১০১০৭৪০,
+৮৮ ০১৯১৮৮০০৮৪৯।

প্রকাশকাল: মার্চ ২০২১ ইং

অনলাইন পরিবেশনায় :
www.rokomari.com, www.wafilife.com

ISBN : 9789849502609

প্রচ্ছদ ও ইনারসজ্জা:
বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা। ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩

সার্বিক সহযোগিতায়:
কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ
৩৯/১, মাদানী গার্ডেন (মাদ্‌রাসা রোড) উত্তর আউচপাড়া,
টঙ্গী, গাজীপুর, ফোন: +৮৮ ০১৫৭৫৫৪৭৯৯৯

হাদিয়া : ২২০ (দুইশত বিশ) টাকা

GOLPE GOLPE HADITH SHIKHI Translated by MAWLANA MIZANUR RAHMAN FAKIR. Published by Kashful prokashoni. 34 Northbrok hall road, Madrasah Market (2nd flour) Bangla Bazar, Dhaka-1100, Mobile : +8801731010740, E-mail: kashfulprokashoni@gmail.com.

যিনি সকল
ক্ষমতার আধার,
বিপদাপদ ও
দুঃখ-কষ্টে
বান্দাকে দেন
আশ্রয়। সেই
মহামহিম আল্লাহর
জন্য এই ছোট্ট
কর্মটি উৎসর্গিত।

“আমাদের শিশু আমাদের ভবিষ্যৎ, আগামী দিনের দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাদেরকে ঘিরেই আমাদের আগামীর সোনালী স্বপ্ন। শিশুর এ বয়সটা থাকে কাঁচা মাটির মতোই। কাঁচা মাটির এ বয়সটাকে বাবা-মায়ের মতো জীবন শিল্পীরা যা গড়তে চান তা-ই গড়তে পারেন। তাই তাদের যদি সুন্দর করে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়; তাহলে ভবিষ্যৎ পৃথিবী হবে আরও সুন্দর। তাই আজকের এই শিশুটিকে নিয়ে ভাবনার কোনো অন্ত নেই। বাবা-মা থেকে শুরু করে দেশের বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং দেশের সর্বোচ্চ নেতাকর্মী পর্যন্ত তাদের নিয়ে ভাবেন। তাদেরকে যোগ্য, কর্মঠ ও নীতিবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অক্লান্ত চেষ্টা ও অবিরাম পরিশ্রম চালিয়ে যান।”

প্রকাশকের কথা.....

যথোপযুক্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যই। আর দুরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম এর উপর, যিনি উম্মতের কল্যাণে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন।

তিনি শিশুদেরকে ভালোবাসতেন এবং তাদেরকে সময় দিতেন। তাই কীভাবে শিশুদেরকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড় তুলব সেটাই আমাদের ভাবনার বিষয়। বিশেষ করে শিশুরা গল্পের বই পড়তে বেশি পছন্দ করে থাকে। তাই আমাদের বাচ্চাদের কী ধরনের গল্পের বই পড়তে দিব, কোন ধরনের বই আমাদের বাচ্চাদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করবে সে চিন্তা থেকেই শিশুদের উপযোগী একটি বই প্রকাশের ইচ্ছে বহুদিনের।

দেখতে দেখতে, প্রফেসর ড. এম. ইয়াসার কানদেমীর **40 HADITHS FOR CHILDREN WITH STORIES** বইটি হাতে পরে। চমৎকার উপস্থাপনা এবং হাদীসের সাথে গল্পের শিক্ষা আমাকে খুবই মুগ্ধ করে।

আশা করি বইটি শিশুদের গল্প পড়ার ইচ্ছা পূরণ হবে এবং পাশাপাশি তারা দীনের সঠিক শিক্ষা পাবে।

পরিশেষে যাদের কথা না বললেই নয়, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বইটি প্রকাশ করতে পেরেছি, অনুবাদক- মাও. মিজানুর রহমান ফকির, সম্পাদক- আবদুল্লাহ মজুমদার। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি মুফতি সাইফুল ইসলাম ভাই এর প্রতি। যিনি ভাষা সম্পাদনা ও পৃষ্ঠাসজ্জায় সময় দিয়ে এর মান আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। দোয়া করি, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। মানুষ হিসেবে আমরা ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নই। তাই সম্মানিত পাঠক মহোদয়ের নিকট আবেদন, গ্রন্থটিতে কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দিব -ইনশাআল্লাহ।

মা'য়াসসালাম

আমজাদ হোসেন

সম্পাদকের কথা.....

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيْبِنَا الْكَرِيْمِ، أَمَّا بَعْدُ...

সকল প্রসংশা মহান আল্লাহর জন্য, অসংখ্য সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রাণ প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি আমাদের জন্য এক অনুপম জীবনাদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الاحزاب: ٢١] "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১] তিনি একজন আদর্শ শিশু, নিষ্ঠাবান তরুণ, দায়িত্বশীল বৃদ্ধ, রক্ষণশীল পিতা এবং নীতিবান স্বামীর মূর্তমান প্রতীক। তার জীবনচরিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাদের সকলের নয়নাভিরাম আদর্শ।

হাটি হাটি, পা পা করে আজকে যে শিশুটি মাত্র দু' এক কদম হাঁটতে শিখেছে। সে-ই একদিন হবে আগামীর ভবিষ্যৎ। দেশ ও দশের নের্তৃত্বের হাল ধরবে সেই। সেজন্যই যুগে যুগে রচিত হয়েছে বহু শিশুতোষ গ্রন্থ। শিশুমন বড় কোমল। তাদের হৃদয়তটের উর্বর ভূমিতে যে বীজ রোপন করা হবে তাই উৎপন্ন হবে। শিশুমনে রূপিত সেই আদর্শই সারা জীবন তার জীবনে প্রতিধ্বনিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে বলেন, "প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাদেরকে ইয়াহূদী বা খৃস্টান বানায়। যেভাবে উট পূর্ণাঙ্গ পশুই জন্ম দেয়, তাতে তোমরা কোনো কান কাটা দেখো কি?" [আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭১৪] শিশু দীক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং আদর্শ ছিল অনন্য ও অভূতপূর্ব। বিভিন্ন গ্রন্থে হাদীসের ছত্রে ছত্রে মুক্তার মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে সেই আদর্শগুলো।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে লেখক সেই বিক্ষিপ্ত শিশু দীক্ষাগুলোকে সুনিপুণ কায়দায় শিশুখাদ্যরূপে সংকলন করেছেন। আমার বিশ্বাস বইটি শিশুকে ধার্মিক ও নীতিবান নাগরিক রূপে গড়ে তুলতে বেশ ভূমিকা রাখবে। বইটি অনুবাদ করেছেন তরুণ আলেম মাও. মিজানুর রহমান ফকির। তার অনুবাদও বেশ সহজপাঠ্য। গ্রন্থকারের আবেদন তাতে রক্ষিত হয়েছে। বইটির সম্পাদনা করে আমার খুব ভালো লেগেছে। দোয়া করি আগামীর ভবিষ্যৎ শিশুকে ছোট্ট কলেবরের এই গ্রন্থটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উপকৃত করুন এবং আমাদের সবার পরকালীন মুক্তির একটি মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন!

আবদুল্লাহ মজুমদার

অনুবাদকের কথা...

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ..

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে অগণিত নি'আমত দান করেছেন। এসব নি'আমতের মধ্যে সুসন্তান হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নি'আমত।

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান-সন্ততি তথা শিশু-কিশোরদের ভালোবাসতেন ও স্নেহ করতেন। নিষ্পাপ শিশু-কিশোরদের মন খুবই সরল, কোমল ও পবিত্র।

একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ তার জীবনের প্রথম ধাপ থেকেই শুরু হয়। উপযুক্ত পরিবেশ, পরিবারের আচরণ, ভাষার সঠিক ব্যবহার, প্রতিবেশীর মনোভাব ইত্যাদি একটি শিশুর বিকাশের অন্যতম উপাদান। শিশু যখন তার চারপাশ থেকে কিছু না কিছু শিখে তখন থেকেই তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ হতে থাকে। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ অবারিত করে রাখা আমাদের কর্তব্য। এই জায়গায় যদি শিশুর অভিভাবক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন তাহলে শিশুর জীবনে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়তে থাকে। ফলে পরিণত বয়সে এই শিশুটি লক্ষচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি।

তাই আমাদের শিশু আমাদেরই ভবিষ্যৎ, আগামী দিনের দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাদেরকে ঘিরেই আমাদের আগামীর সোনালী স্বপ্ন। কাঁচা মাটির এ বয়সটাকে বাবা-মায়ের মতো জীবন শিল্পীরা যা গড়তে চান তা-ই গড়তে পারেন। তাই তাদের যদি সুন্দর করে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা যায়; তাহলে ভবিষ্যৎ পৃথিবী হবে আরও সুন্দর ও বৈচিত্রময়।

গল্পের বই পড়তে কে না ভালোবাসে? বড় থেকে ছোট সবাই গল্পের বইয়ের প্রতি এতটাই দুর্বল যে, যেখানেই গল্পের বই পাওয়া যায় সে-ই বইটা হাতে নিয়ে পড়া শুরু করে দেয়। গল্পে আছে এক ধরনের জাদু। যত শুনবে ততই নিজের অনুভূতি দিয়ে নতুন কিছু গড়ে তোলার তাগিদ খুঁজে পাবে, বিশেষ

করে শিশুরা। তারা ছোটবেলা থেকে ভালো লাগা বিষয়গুলোর মাধ্যমে নিজেদের কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধি বিকাশের সুযোগ পায়। সুতরাং ভালো লাগার বিষয়গুলো যদি নৈতিকতার আলোকে উপস্থাপন করা যায় তাহলে একদিকে সময়টাকে উপভোগ করবে, অন্যদিকে নিজেদেরকে নৈতিক ও উন্নত চরিত্র গড়ে তুলবে। আর এই দায়িত্ব-কর্তব্য আমাদের সকলেরই।

প্রসিদ্ধ তুর্কী ইসলামিক স্কলার প্রফেসর ড. এম. ইয়াসার কানদেমীর 40 Hadiths For Children With Stories ইংরেজিতে অনূদিত বইটি একটি সাড়া জাগানো শিশুতোষ গ্রন্থ। শিশু-কিশোরদের নিয়ে ভাবুক এই গবেষক হাদীসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে থাকা সহজবোধ্য মুক্তা কুড়িয়ে এক অভিনব কায়দায় এ সাহিত্যটি রচনা করেছেন। গল্পে গল্পে হাদীসের শিক্ষাটুকু কোমলমতি শিশু-কিশোরদের মানসে নিপুনভাবে এঁকে দিয়েছেন। তিনি হাদীসের মূল মর্মবাণী সরল-সাবলীল ভাষায় শিশু-কিশোরদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। বইটির ভাষা ও রচনাশৈলী শিশু-কিশোরদের মনন উপযোগী; তাই বইটি বাংলা ভাষাভাষী শিশু-কিশোরদের ইসলামী ভাবধারায় বিকশিত করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই এর অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছি।

বইটিতে চল্লিশটি হাদীসের সাথে শিক্ষামূলক চল্লিশটি গল্প রয়েছে। সুতরাং এই চল্লিশটি হাদীস ও গল্পসমূহ থেকে একটি মাত্র শিক্ষা হলেও পাঠকের অন্তরে প্রস্ফুটিত হবে এবং তাদের নৈতিক চরিত্রে বেশ অবদান রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

গ্রন্থটি যখন প্রকাশনায় যাচ্ছে তখন কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্বের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলেই নয়। একজন হলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সহস্রাধিক গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ-এর আইন ও শরীআহ অনুষদের অধ্যাপক, আমার শ্রদ্ধেয় উস্তায প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া (হাফিযাহুল্লাহ) এর সুযোগ্য সন্তান আবদুল্লাহ মজুমদার। তিনি খুবই ব্যতিব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার অনুবাদ কর্মটি মূল গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে অক্ষরে অক্ষরে চোখ বুলিয়েছেন। আমি শতকণ্ঠে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আরেকজন হলেন আমার বড় ভাই নতুন প্রজন্মের কলামিস্ট, সুসাহিত্যিক মুফতি সাইফুল ইসলাম -নির্দ্বিধায় বলা যায়, যার উৎসাহ, প্রেরণা আর স্নেহ সংবেদিত

নির্দেশে সিক্ত না হলে হয়তো আমি অনুবাদটি শুরু করার সাহস-ই পেতাম না। তাছাড়া তিনি অনেক ব্যতিব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রন্থটিকে ছাপানোর যোগ্য করে তুলতে কোনোরূপ কার্পণ্য করেননি।

কৃতজ্ঞতা জানাই গ্রন্থটির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'কাশফুল প্রকাশনী' এর পরিচালক আমজাদ হোসেন ভাইকে, প্রতিনিয়ত যার পীড়াপীড়ি ও তাকীদে অনুবাদ কর্মটি সমাপ্ত করতে পেরেছি।

গ্রন্থটি মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদে ভাষার সরলতা রক্ষার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। কোনো স্থানে শাব্দিক অর্থের চেয়ে মূলভাবকে প্রাধান্য দিয়েছি, আবার কোনো স্থানে ভাব প্রকাশে স্বল্প সংযোজনও করেছি। তারপরও মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। অনুবাদে কোনোরূপ ভ্রান্তি কিংবা অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করলে চির কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করবো –ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা এই ছোট্ট কলেবর কর্মটির লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশক সহ এতে যাদের পরিশ্রম জড়িয়ে আছে সবাইকে কবুল করুন। আর যে উদ্দেশ্যে অনুবাদ করা হয়েছে তা সার্থক হউক। এই কামনায়.....

মিজানুর রহমান ফকির
ফকিরের বাজার, বারহাট্টা, নেত্রকোণা।
তারিখ : ০১/০৩/২০২১ খ্রি.

সূচিপত্র

পাখির দলে : ১৩
কাঁটা : ১৫
কোট/জামা : ১৭
আয়না : ১৯
ঘৃণ্যবালক : ২১
ভূত : ২৪
জান্নাতের প্রতিবেশী : ২৬
দাঁতের ঔষধ: ২৯
মানিব্যাগ : ৩১
বিষ : ৩৪
বেল্ট বা কোমরবন্ধ : ৩৬
রাগ/ক্রোধ : ৩৮
প্রতিযোগিতা : ৪০
স্বর্ণ : ৪২
চোর : ৪৪
খাদ্যের টুকরো: ৪৬
টাকা : ৪৮
মধ্যস্থতাকারী : ৫০
লুকোচুরি খেলা : ৫২
আনন্দ নষ্ট করা : ৫৪
চেরি গাছ : ৫৬
সাহসী ছেলে : ৫৮
ছাগল ছানা : ৬০
মেধাবী ছেলে : ৬২
প্লাস্টিকের প্লেট : ৬৪
ঝর্ণা কলম : ৬৬
একজন মিথ্যাবাদী : ৬৮
বাদামগাছ : ৭১
প্রতিধ্বনি : ৭৩
পাউরুটি : ৭৫
কৃপণ : ৭৭
জুতা : ৭৯
গাড়ী : ৮১
শোক ঘোড়া : ৮৪
রোদে শুকানো ইট : ৮৭
অতিথি : ৯০
কাঠুরিয়া : ৯২
রক্তাক্ত ফাইল : ৯৫
কুকুর : ৯৮
হলুদ রঙয়ের গাভী : ১০০

অবতরণিকা...

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ তা'আলা চান যে, তাঁর সকল বান্দা সুখী ও সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করুক। আর তা কীভাবে সম্ভব তা জানানোর জন্য আমাদের কাছে পাঠান তাঁর নবী ও রাসূলগণকে। কেননা নবী-রাসূলগণ হচ্ছেন মানবজাতির পথপ্রদর্শক এবং আদর্শ শিক্ষক। তারা আমাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুমসমূহকে এবং এ পৃথিবীতে কীভাবে বসবাস করতে হবে তা শিক্ষা দেন। এটা অব্যাহত ছিল সকল মানুষের আদি পিতা ও প্রথম নবী আদম 'আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত।

আপনারা জানেন যে, আমাদের নবী (মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণীসমূহকেই হাদীস বলা হয়। তিনি আমাদের জন্য কুরআন মাজীদ তথা আমাদের রবের আদেশসমূহকে নিয়ে এসেছিলেন, আর হাদীসের মাধ্যমে সেসব ঐশী আদেশসমূহকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। আর তাঁর বাণীর মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই সুখী হওয়ার জন্য আমাদেরকে যা করতে হবে তা শিখিয়েছিলেন।

আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে চাই এবং আমাদের ধর্ম তথা দীন ইসলামকে নিখুঁত ও সঠিকভাবে শিখতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসসমূহকে অধ্যয়ন করতে হবে। যুগে যুগে বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসসমূহকে সহজভাবে অনুধাবন করার জন্য চল্লিশ হাদীস হিসেবে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আমিও চেয়েছি আপনাদের জন্য লিখিত [40 Hadiths For Children With Stories] আমার চল্লিশতম এ বইটি, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৌরবময় চল্লিশটি হাদীসের সংকলিত কোনো গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপন করতে।

আমি জানি যে, আপনারা গল্প পড়তে খুব ভালোবাসেন। তাই আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসকে ঘিরে রচিত বেশ কিছু গল্প এখানে উপস্থাপন করেছি।

প্রিয় পাঠক!

আমি আশা করি এ বইটি পড়ে আপনারা অনেক উপকৃত হবেন এবং উপভোগ করবেন মনের প্রশান্তি। যদি তাই-ই হয় এবং আপনারা এটিকে পছন্দ করেন তাহলে কি আপনারা অনুগ্রহ করে মহান রব্বুল 'আলামীন আল্লাহর কাছে আমার মাগফিরাত কামনায় দো'আ করবেন না?

এম. ইয়াসার কানদেমীর

[০১]

পাখির দল

[THE BIRDS]

একদিন এক শিকারী পাখি শিকারের উদ্দেশ্যে একটি জলের ধারে তার জাল (ফাঁদ) পেতেছিল। জালের ভিতর রাখা ছিল বেশ কিছু শস্যদানা। পাখিরা এগুলো খেতে এসে তার ফাঁদে পড়ে গেল। কিন্তু শিকারী যখনই পাখিগুলো ধরার জন্য জালটি গুটানোর চেষ্টা করবে বলে ভাবল ঠিক তখনই হঠাৎ করে পাখিগুলো জাল সহ উড়ে চলে গেল।

পাখিগুলোর সম্মিলিত চেষ্টা ও সহযোগিতা দেখে শিকারী খুবই অবাক হলো। "কীভাবে পাখিগুলো একই সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে!" অবাক হয়ে সে তা দেখতে লাগলো। সে সিদ্ধান্ত নিলো যে, সে পাখিগুলোর পিছু নিবে এবং এর শেষ পরিণতি কী হয় তা সে দেখেই ছাড়বে।

পথে এক লোকের সাথে তার দেখা হলো। পথিক লোকটি তাকে (শিকারীকে) জিজ্ঞাসা করলো: "এত দ্রুত কোথায় ছুটে যাচ্ছেন?"

শিকারী আকাশে উড়ে চলা পাখিগুলোর দিকে দেখিয়ে লোকটিকে বলল: "আমি এগুলো ধরতে যাচ্ছি।"

শিকারীর কথা শুনে লোকটি হেসে বললো:

"আল্লাহ আপনাকে বুঝ দান করুন! আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে, উড়ে চলা ঐ পাখিগুলোকে আপনি ধরতে পারবেন?"

শিকারী জবাবে বললো:

"জালে (ফাঁদে) যদি মাত্র একটি পাখি থাকত তাহলে আমি কখনও তা ধরার আশা করতাম না। কিন্তু ওখানে অনেকগুলো পাখি। সুতরাং অপেক্ষা করে দেখতে থাকুন; অবশ্যই আমি এগুলো ধরবে ফেলবো।"

শিকারী ঠিকই বলেছিল; কারণ যখন রাত নেমে আসলো, আর পাখিগুলো তাদের নিজ নিজ বাসায় ফেরত যেতে চাইলো তখন কেউ যেতে চাইলো জঙ্গলের দিকে, কেউবা জলাশয়ে, আবার কেউবা পাহাড়ে কিংবা ঝোপঝাড়ে। সুতরাং তাদের কেউ-ই সফল হলো না। ফলাফল যা হওয়ার তাই হলো। জালসহ সবগুলো পাখিই নিচে পড়ে গেল। আর অমনি শিকারী তার জাল ধরে ফেললো, সাথে সবগুলো পাখিও।

বেচারা পাখি, ওরা কতই না বোকা! যদি তারা আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নের এই বাণীটি জানতো তাহলে তারা কখনই বিশৃঙ্খল হতো না এবং তারা (এদিক-ওদিক না গিয়ে) একই দিকে উড়ে যেতো। ফলে তারা শিকারীর হাতে ধরাও পড়তো না:

«فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ». [رواه النسائي]

[Do not separate from one another! The lamb that abandons its herd will be eaten by the wolf.]

"অতএব, তোমরা দলবদ্ধতাকে অত্যাবশ্যকীয়রূপে গ্রহণ করো; কেননা নেকড়ে বাঘ (দল থেকে) বিচ্ছিন্ন ছাগলকে খেয়ে ফেলে।" [সুনান আন-নাসায়ী, হাদীস নং ৮৪৭]

[০২]

কাঁটা

[A THORN]

এক সময়ে কোনো এক দেশে নির্মম ও ভয়াবহ একটি শাস্তির নিয়ম চালু ছিল। আর তা হচ্ছে- অপরাধী ব্যক্তিদেরকে ক্ষুধার্ত সিংহের কাছে ছেড়ে দেয়া হতো। আর এই বীভৎস দৃশ্যটি দেখার জন্য এলাকার সকল মানুষ সেখানে জড়ো হতো।

সেদিনের সে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি ছিল একজন ক্রীতদাস, যে তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী তাকে চারিদিকে উঁচু প্রাচীর দেয়া এক মাঠে নিক্ষেপ করা হলো। তারপর সেখানে একটি ক্ষুধার্ত সিংহকে ছেড়ে দেয়া হলো। সিংহটি হাতের কাছে এমন আহার পেয়ে দ্রুত গরীব-অসহয় এ লোকটির উপর আক্রমণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ঠিক এমন সময় হঠাৎ সে নিজেকে সামলে নিলো। তারপর সে ক্রীতদাসটির হাত চাটতে লাগলো!

চারিদিকে উপস্থিত জনতা তো হতবাক! এটা কী করে সম্ভব? সবাই ক্রীতদাসের কাছে গিয়ে এর কারণ জানতে চাইল, কেন সিংহটি তোমার উপর আক্রমণ করলো না?

ক্রীতদাস জবাব দিলো:

"একদিন আমি এ সিংহটিকে জঙ্গলের ভিতর দেখতে পেলাম। তার থাবার (পাঞ্জার) ভিতর একটি কাঁটা বিধে যাওয়ার কারণে ব্যথা ও যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছিল। তখন আমি তার থাবা (পাঞ্জা) থেকে কাঁটাটি

বের করে দিয়েছিলাম। আর সেদিন থেকেই আমরা একে অপরের ভালো বন্ধু হয়ে যাই।"

উপস্থিত জনতার মনে এ ঘটনা স্পর্শ করলো। তারা মর্মাহত হলো। তারা সিংহ এবং ক্রীতদাস উভয়কে মুক্ত করে দিলো।

মুক্ত হয়ে সিংহটি জনতার সামনেই ক্রীতদাসকে এমনভাবে অনুসরণ করতে লাগলো যেন এটি তার পোষা বিড়াল।

প্রিয় পাঠক!

কতইনা যথার্থ আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী:

«الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ». [رواه الترمذي]

[God shows his mercy to those who are merciful. Have compassion to creatures on earth so that those in heaven may have mercy upon you.]

"দয়াবান আল্লাহ তা'আলা দয়ালুদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। সুতরাং যারা যমীনে আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে যিনি আকাশে আছেন (আল্লাহ) তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।" [সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ১৯২৪]

[০৩]

কোট/জামা
[THE COAT]

একবার আহমাদ নামে খুবই দুঃখী এক ব্যক্তি ছিলো। যুদ্ধের বছরগুলোতে সে তার মালিকানাধিন প্রায় সবকিছুই হারিয়ে ফেলে। সে একেবারেই নিঃস্ব এবং অসহায় হয়ে যায়। তার স্ত্রী মারা যায় এবং তার একমাত্র ছেলেকেও সে হারায়। সে জীবিকা নির্বাহের জন্য শহরে একটি চাকুরি করতো। এটা দিয়ে সে কোনো মতে চলতে পারতো। যখন শেষ পর্যন্ত তার শহরের চাকুরিটাও চলে গেলো; তখন সে উপায়ান্তর না পেয়ে কোনো এক পল্লী অঞ্চলে এসে রাখাল হিসেবে কাজ শুরু করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলো।

একদিন, তার মেষগুলোকে যখন রাস্তার এক পার্শ্বে চরাচ্ছিল তখন সে দেখতে পেলো যে, একদল লোক একজন যুবককে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। এই যুবকটি অবশ্যই তার (আহমাদের) চেয়ে আরো গরীব ছিলো। যুবকটি তার জীর্ণ-শীর্ণ পাতলা জ্যাকেটের নিচে কাঁপছিল। রাখাল আহমাদ এটা দেখে তাৎক্ষণিক তার নিজ শরীরের কোটটি খুলে যুবকের গায়ে পরিয়ে দিলো। আহমাদ এই কোটটি বেশ কয়েক বছর যাবৎ ব্যবহার করছিলো।

যুবকটি যখন হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছিলো, ঠিক এমন সময় কে যেন তাকে 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাক দিলো। সে খুব অবাক হয়ে পিছনে ফিরে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিন্তু সে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটিকে কোনোক্রমেই চিনতে পারল না। যে যুবকটি তাকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করেছিল সেও লোকটিকে দেখে অবাক হলো।

বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করে যুবকটি বলল: "আমি দুঃখিত জনাব, আমি আপনার পরনে কোটটি দেখে ভুল করে ফেলেছি। কারণ, এমন একটি কোট আমার বাবার ছিল যাকে আমি বিগত কয়েক বছর ধরে দেখিনি। আমি ভেবেছিলাম যে, আপনি আমার বাবা।"

অসুস্থ যুবকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল: "কে তোমার বাবা?" কিছুক্ষণ কথা বলার পর সে বুঝতে পারল যে, এ যুবকটিই রাখাল আহমাদের হারানো সেই ছেলে। তখন অসুস্থতার সুরে যুবকটিকে বলল: "তুমি ভুল করনি। এ কোটটি আসলেই তোমার বাবার।"

হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নেয়ার পর তারা উভয়ই গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেলো। কোটের বিনিময়ে আহমাদ ফিরে পেল তার হারানো ছেলেকে।

সুতরাং দেখুন, কতইনা সত্য আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী:

«إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا». [رواه البخاري]

[Every kindness will be rewarded tenfold.]

"নিশ্চয় প্রত্যেক সৎকাজের পুরুস্কার তার দশগুণ।" [সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ১৯৭৬]

[০৪]

আয়না

[THE MIRROR]

একদিন একজন মন্ত্রী তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে বাজার ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

ইতোমধ্যে তিনি ক্রীতদাস বেচা-কেনার এক জায়গায় এসে পৌঁছলেন। স্বাধীনতা হারিয়ে যাওয়ায় খুব মায়াবী চেহারার লোকেরা একে একে বিক্রি হচ্ছিলো।

মন্ত্রী তাদের কাছে এলেন। তিনি তাদেরকে আরও কাছ থেকে দেখতে চাচ্ছিলেন। যখন তিনি তাদের খুবই কাছাকাছি চলে এলেন, ঠিক তখনই একজন একজন বৃদ্ধ ক্রীতদাস মন্ত্রীকে বলল: "জনাব, আপনার পাগড়ীতে একটি নোংরা দাগ রয়েছে!"

মন্ত্রী তখন তার মাথা থেকে পাগড়ী খুলে ফেললেন এবং দেখলেন যে, বৃদ্ধ ক্রীতদাসটি ঠিকই বলেছে। তার মানে, এই অবস্থায় সে (মন্ত্রী) এই নোংড়া দাগী পাগড়ী পরিধান করে বেশ কয়েক ঘন্টা বাজারে ঘুরাফেরা করেছেন আর জনগণ সেটা দেখেছে।

কী লজ্জার ব্যাপার! তিনি দুঃখভরা কণ্ঠে তার সঙ্গীদের দিকে বিষণ্নভাবে তাকিয়ে বললেন:

"তোমরা তো আমার পাগড়ীর উপর এ নোংরা দাগ দেখেছিলে কিন্তু আমাকে এ সম্পর্কে কিছুই বলোনি! তোমরা কি তোমাদের চোখকে বন্ধ করে রেখেছিলে? এখন আমি বুঝতে পারলাম, এই দরিদ্র-বৃদ্ধ ক্রীতদাসই আমার প্রকৃত বন্ধু। তাই আমি আমার প্রকৃত বন্ধুকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করতে দিতে পারি না! এখনই তাকে কিনে মুক্ত করে দাও।"

কিছুদিন পরে মন্ত্রী মহোদয় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত হাদীসটি সুন্দর করে ফ্রেমে বেধে তার সেই সঙ্গী কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন যাতে তারা এই ঘটনাকে কখনও ভুলে না যায়:

«الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ». [رواه أبو داود]

[The believer is the believer's mirror, and the believer is the believer's brother who guards him against loss and protects him when he is absent.]

"একজন মুমিন অপর একজন মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ এবং একজন মুমিন অপর একজন মুমিনের ভাই। তারা একে অপরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে রক্ষা করে।" [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯১৮]